অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ১২ ▪ ডিসেম্বর ২০১৯

আলাপ

সফল নারী
ফরিদা পারভীন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ১২
ডিসেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ বছর নতুন আঙ্গিকে আলাপ পত্রিকা আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। নতুন বছরে আলাপের কাছে আপনাদের প্রত্যাশা কী, সেটা আমাদের জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব আলাপকে সেভাবে সাজাতে। বরাবরের মতোই এই সংখ্যায় মূল রচনায় আছে আরেকটি সফলতার কথা। সেখানে আছে যশোর জেলার কেশবপুর থানার ফরিদা পারভীনের জীবন সংগ্রামের কাহিনী। হতাশা আর অসহায়ত্বে ডুবে যাননি এই নারী। নিজের চেষ্টায় উন্নতি করেছেন। জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। ফরিদা পারভীন প্যাকেট তৈরির মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। একেবারে শূণ্য থেকে তিনি শুরু করেছিলেন কাজটা। ডিএফইডি'র আর্থিক সহায়তায় ধীরে ধীরে বড় করেছেন নিজের ব্যবসা। বাড়িতেই বসে কাজ করছেন তিনি। স্বামী ও সন্তানেরা তার কাজ সহায়তা করছে। গ্রামের অন্যান্য নারীদেরও কাজের সুযোগ হয়েছে তার ওখানে। এখন ফরিদা পারভীনের পাশাপাশি তাদের সংসারেও ফিরেছে সুদিন। এ সংখ্যায় এছাড়াও আছে জেনে নিন বিভাগে সৌদি খেজুর চাষ নিয়ে একটি প্রয়োজনীয় লেখা। আমরা নারীরা বিভাগে আছে অসহায় এক নারীর হুইল চেয়ার পাওয়ার কথা। আশ্চর্য পৃথিবী বিভাগে রয়েছে কুকুর কেলসী কীভাবে তার মনিবের জান বাঁচালো তার কথা। এছাড়া অন্যসব নিয়মিত বিভাগ তো রয়েছেই। ■

সূচিপত্র

- সফল নারী ফরিদা পারভীন — ১ - ২
- জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন — ৩
- সৌদি খেজুর চাষ — ৪ - ৬
- ফালানি বিবির মুক্তি — ৭ - ৮
- আমাদের সংলাপ — ৯
- এশিয়ার দীর্ঘতম বটগাছ — ১০ - ১১
- গল্প নয়, সত্যি — ১২
- মাংসের পুলি পিঠা তৈরি — ১৩

সফল নারী ফরিদা পারভীন

মূল রচনা

সবার সাথে প্যাকেট তৈরী করছেন ফরিদা পারভীন

ব্যবসা করতে মূলধন প্রয়োজন, সেই সাথে প্রয়োজন স্বপ্ন ও সাহস। ফরিদা পারভীন যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন তার মূলধন ছিল না। কিন্তু ছিল সাহস, সততা আর পরিশ্রম করার মানসিকতা। যশোর জেলার কেশবপুর থানার বাইসা গ্রামে বসবাস তার। ফরিদা পারভীনের স্বামী জাহাঙ্গীর আলম দলিল লেখকের কাজ করেন। ঋণে জর্জরিত ছিল তার পরিবার।

সংসারের খরচ চালিয়ে চিকিৎসা, ছেলেদের পড়াশোনার খরচ চালাতে খুবই কষ্ট হতো। স্বামীর একার আয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না তারা। ফরিদা পারভীনের দুই ছেলে সন্তান। তাদের ভবিষৎ নিয়েও চিন্তিত ছিলেন তিনি। তিনি এক সময় চিন্তা করলেন, নিজেও কিছু করবেন। স্বামী দলিল লেখার কাজ করে কিছু টাকা আয় করেন। পাশাপাশি নিজেও কিছু একটা করলে সংসারে সহায়তা হবে। আর তাই ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণ নিয়ে ছোট পরিসরে বাড়ির মধ্যেই গড়ে তোলেন বিভিন্ন রকমের প্যাকেট তৈরির কাজ। ধীরে ধীরে ফরিদা পারভীনের কাজের প্রসার বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে তার প্যাকেট তৈরি ও বিক্রয়ের কাজ। বর্তমানে তার বাড়িতে মোট ৪ ধরনের প্যাকেট তৈরি হয়। ১. টিস্যু পেপারের প্যাকেট; ২. বীজ সংরক্ষণের প্যাকেট; ৩. গার্মেন্টস কাপড় বিক্রয় করার প্যাকেট এবং ৪. জুয়েলারী প্যাকেট। বাজারে আরও অনেকেই প্যাকেট তৈরি করছেন। কিন্তু ফরিদা পারভীনের কাজ একটু ভিন্ন, তাই তার তৈরি পণ্য এলাকায় বেশ সমাদৃত। পণ্যের মান ভালো হওয়ায়

ফরিদা পারভীন

তার তৈরি করা প্যাকেট এখন এলাকার বাইরেও প্রচুর বিক্রয় হয়।

বর্তমানে ফরিদা পারভীনের পাশাপাশি তার স্বামী জাহাঙ্গীর আলমও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ১৫ জন নারী তার প্যাকেট তৈরির কারখানায় কাজ করেন। তাই নিজের সংসারের পাশাপাশি অন্যদের স্বাবলম্বী হতেও তিনি ভূমিকা রাখছেন। এখন প্যাকেট তৈরির জন্য তার তিনটি নিজস্ব মেশিন আছে। প্রতিদিন প্রায় এক হাজার থেকে বারো শত প্যাকেট তৈরি করতে পারেন তারা। যার বাজার মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। সকল খরচ বাদ দিলেও প্রতিদিন ২০০০ থেকে ২৫০০ টাকা আয় হয়। ফরিদা পারভীনের তৈরি প্যাকেট এখন ৫টি জেলায় বিক্রয় হয়। তার স্বামী নিজের কাজের পাশাপাশি প্যাকেট অর্ডার ও টাকা পয়সা কালেকশনের বিষয়টা দেখাশোনা করেন।

দিন বদলে গেছে, ফরিদা পারভীনের সংসারে এখন আর অভাব নেই। ছেলেদের পড়াশোনাও সঠিকভাবে চলছে। প্যাকেট তৈরির জন্য ক্রেতারা তার কাছে এখন অর্ডার দিয়ে যান। তাদের অর্ডার অনুযায়ী প্যাকেট তৈরি হয়। ফরিদা পারভীন বলেন, ‘নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে ভালোই লাগছে। কাজের পাশাপাশি নিজের ব্যবসা নিজেই তত্ত্বাবধান করি। স্বামীর সাথে এখন আমিও সংসারের উন্নতির জন্য কিছু করতে পারছি। এরচেয়ে ভালো লাগার আর কি থাকতে পারে, তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে আমি এবং আমার পরিবার অনেক ভালো আছি। এর পিছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আছে আমাদের পরিশ্রম এবং ডাম ফউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতা। ডাম ফাউন্ডেশনের সহায়তা না পেলে এ পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না আমার।’

ফরিদা পারভীন প্যাকেট তৈরির পাশাপাশি বাড়ির পাশে একটি সোনালী মুরগীর ফার্ম গড়ে তুলেছেন। তার দুই ছেলে ও স্বামী তার এই কাজে সহযোগিতা করছেন। তার ৩টি গরু এবং ২টি ছাগল আছে। ২০ থেকে ২৫টি হাঁস-মুরগীও আছে। ডাম ফাউন্ডেশনের যশোর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার মো: আসলাম উদ্দীন ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো: আবুল কালাম ফরিদা পারভীনকে সহায়তা করছেন। তারা বলেন, ‘ফরিদা পারভীন সাহসী ও উদ্যমী একজন নারী। তিনি ২০১৪ সালে কেশবপুর ব্রাঞ্চের সদস্য হন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভালো একজন ঋণ গ্রহীতা। বর্তমানে তার এক লক্ষ বারো হাজার টাকা ঋণ চলমান আছে, ফরিদা পারভীন প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকা করে সঞ্চয় প্রদান করেন। তিনি ঋণের কিস্তি সঠিক সময়ে প্রদান করছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন– ইচ্ছা, চেষ্টা আর পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই’।

মো: আসলাম উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, ডিএফইডি, যশোর

নোটিশ বোর্ড

জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন

যুব দিবস উপলক্ষে র‌্যালি

৫ নভেম্বর ২০১৯। এই তারিখে নরসিংদীর মনোহরদীতে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। ‘সমৃদ্ধি’ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ‘ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট’ (ডিএফইডি) এর একটি কর্মসূচি। এ উপলক্ষে শুকুন্দী নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। যুবকদের সৃজনশীলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং কর্মস্পৃহার প্রতি আস্থা রেখেই জাতীয় যুব দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘দক্ষ যুব গড়ছে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যন জনাব ছাদিকুর রহমান শামীম। প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব আব্দুর রব, সহকারি শিক্ষক, শুকুন্দী নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়। আরও উপস্থিত ছিলেন মো: আসাদুল্লাহ, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মনোহরদী। জনাব রবিউল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক, ডিএফইডি, মনোহরদী এবং মো: মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রবীণ কর্মসূচি, মনোহরদী। উপস্থাপনায় ছিলেন মো: জাকির হোসেন, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, মনোহরদী।

আলোচনা সভার পূর্বে শুকুন্দি নাজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের চত্তর হতে র‌্যালি শুরু হয়। র‌্যালি সেখান থেকে শুরু করে বাচ্চু বাজার মোড় পর্যন্ত ঘুরে আসে। উক্ত র‌্যালিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, যুব সদস্য এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মীসহ প্রায় ১৫০ জন লোক অংশগ্রহণ করেন।

জেনে নেই

সৌদি খেজুর চাষ

সৌদি খেজুর গাছ

সারা বিশ্বে জলবায়ুর কুফল নিয়ে আলোচনার ঝড় চলছে। দিন দিন আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। নানা রকম সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছি আমরা। বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। নদী-নালা শুকিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে বন্যা, ঝড়, খরার মতো নানান দুর্যোগ। আমাদের চিরচেনা পৃথিবীকে যা দিন দিন করে ফেলছে অচেনা। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের পেছনে শিল্পোন্নত দেশগুলোর রয়েছে বড় ভূমিকা। এজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্পকারখানার ধোঁয়া এবং বর্জ্য শোধন করতে হবে। পাশাপাশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগিয়ে পৃথিবীকে করে তুলতে হবে সবুজ ও সতেজ। এ ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য গাছের পাশাপাশি সৌদির খেজুর গাছ লাগাতে পারি। আমাদের দেশে খেজুরের চাহিদা রয়েছে ৩০ হাজার টন। বিশাল এই চাহিদাকে অনেকাংশেই পূরণ করতে পারি দেশেই সৌদি খেজুর গাছের চাষ করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান খেজুরের চাষ করে। তারা বছরে প্রায় ৯০ হাজার টন খেজুর রফতানি করে থাকে। তাদের দেশের মাটি আর আমাদের দেশের মাটির মাঝে তেমন একটা তফাৎ নেই।

সৌদি খেজুর গাছের চারা

তারা যদি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করতে পারে তাহলে আমরাও রফতানি করতে পারব। রফতানি করতে না পারলেও দেশের চাহিদা অন্তত পূরণ করতে পারব আমরা। বাংলাদেশে খেজুর চাষ করে লাভবান হয়েছেন এমন উদাহরণও আছে।

ময়মনসিংহের মো: মোতালেব হোসেন একজন খেজুর চাষি। তিনি ভালুকাতে গত ৯ বছর ধরে সৌদি খেজুরের চাষ করে আসছেন। বর্তমানে তার বাগানে রয়েছে ২০টির মতো খেজুর গাছ। তিনি এক একটা গাছ থেকে বছরে ৪৫ কেজি করে খেজুর পাচ্ছেন। মোতালেব হোসেনের মতো আমরা খেজুর গাছের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারি। করলে আমরাও লাভবান হবো।

সৌদি খেজুর চাষের নিয়ম

খেজুর গাছ সাধারণত সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তারপরও বেলে ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। খেজুর গাছ অনুর্বর এমনকি অধিক লবণাক্ত মাটিতে/অঞ্চলেও হয়ে থাকে।

বীজ থেকে চারা উৎপাদন

বীজ থেকে চারা উৎপাদনের জন্য কিছু নিয়ম আছে। এজন্য মাটির তিন ভাগের একভাগ বালি, ছাই, গোবর ও কম্পোষ্ট সার এক সাথে মিশাতে হবে। ১০০ কেজি মাটির জন্য ৫০০ গ্রাম বুটোন সার মিলিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। বীজ ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর মাটির আধা ইঞ্চি গর্তে বপন করতে হবে। তারপর অল্প করে পানি দিতে হবে যাতে কাদা না হয়। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পানি দেওয়ার পর ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ পর চারা গজাবে। এরপর চারাগাছের পাতায় ৩ মাস পর পর ১ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া গুলিয়ে স্প্রে করতে হবে। আবার বড় গাছে/মাতৃগাছের গোড়া থেকে যে চারা বা তেউড় বের হয়, তা পরবর্তী নতুন বাগান করার জন্য ব্যবহার করা যায়।

রোপণ পদ্ধতি

একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের দূরত্ব হবে ১৫ থেকে ২০ ফুট। দিনে কমপক্ষে ৫ থেকে ৮ ঘণ্টা যাতে রোদ থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। তাতে গাছের বৃদ্ধি ও রোগ-বালাই কম হবে। একর প্রতি ১০০ থেকে ১২১ টির বেশি গাছ রোপণ করা যাবে না।

গর্ত তৈরি

খেজুরের চারা রোপণ করতে হলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। এজন্য ৩ ফুট গভীর ও ৩ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট আড়াআড়ি গর্ত করে মাদা বানাতে হবে। উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিতে হবে। সম্ভব হলে গর্তের মাটিতে অর্ধেক দিন রোদ লাগিয়ে

নিলে ভালো হবে। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য মাটির সাথে গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সার ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণে হাড়ের গুঁড়ো দিতে হবে। প্রতি গর্তে ৮ থেকে ১০ কেজি গোবর সার মেশাতে হবে। চারা রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিন পরে মিশ্রসার দিতে হবে। এই সার গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ফুট দূরে মাটিতে প্রয়োগ করে পানি স্প্রে করতে হবে। চারা রোপণের পর চারার গোড়া যেন শুকিয়ে না যায়। আবার অতিরিক্ত পানিতে যেন কাদা না জমে যায় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

পরাগায়ণ

খেজুর গাছের পরাগায়ণ পোকা-মাকড়, মৌমাছি কিংবা বাতাসের মাধ্যমে খুব কমই হয়ে থাকে। হাত দিয়ে অথবা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে পরাগায়ণ করতে হয়। বাগানে ১০০টি স্ত্রী গাছের সাথে মাত্র ১টি পুরুষ গাছ থাকলেই পরাগায়ণের জন্য যথেষ্ট। পরাগায়ণ করতে হলে স্ত্রী গাছের ফুল চুন্নমি ফেটে বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পুরুষ গাছের পরাগরেণু পাউডার নিয়ে স্ত্রী গাছের পুষ্পমঞ্জুরীতে লাগিয়ে দিতে হবে। লাগিয়ে দিয়ে চুন্নমির অগ্রভাগ রশি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ২/৩ দিন পর পর পূনরায় ২/৩ বার পরাগায়ণ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে পুরুষ গাছের পাউডার সৌদি আরব থেকে আমদানি করে ফ্রিজে - ৪ থেকে - ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২ থেকে ৩ বছর সংরক্ষণ করা যায়।

ফল সংগ্রহ

গাছে ঝুলে আছে সৌদি খেজুর

চারা লাগানোর পর ৪-৫ বছর পর থেকে খেজুর আসা শুরু হয়। শুরু থেকে এক নাগাড়ে ১৫০ বছর অর্থাৎ বাঁচার আগ পর্যন্ত খেজুর দিয়ে থাকে। খেজুরের পুষ্টিমান অনেক। ১ কেজি খেজুর আমাদের শরীরকে ৩ হাজার ৪৭০ ক্যালরি শক্তির যোগান দেয়।

খেজুর গাছ থেকে যেমন রস পাওয়া যায়, তেমনি জ্বালানি হিসেবে পাওয়া যায় গাছের কাঠ। খেজুর গাছ লবণাক্ত এলাকা, নদী ভাঙন, কৃষি কাজের উপযোগী আবহাওয়া তৈরিতে সাহায্য করে। বর্তমানে দেশের নদী ভাঙন রোধে, তাপমাত্রা কমাতে বড় অবদান রাখবে এই খেজুর গাছ। সবচেয়ে বড় কথা সৌদির খেজুর গাছ হতে পারে দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যম।

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি; *ছবি:* ইন্টারনেট

ফালানি বিবিরমুক্তি

আমার নাম ফালানি বিবি। আমার বয়স ৬৩ বছর। আমার বাড়ি মনোহরদী শুকুন্দী, নরসিংদী। আমার ১ ছেলে ও ২ মেয়ে আছে। আমাদের নিজস্ব কোনো জমি-জমা নেই। আমার স্বামীর নাম রমিজউদ্দিন। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। অন্যের জমি চাষ করে সংসার চালাতেন। প্রায় ১৫ বছর হলো আমার স্বামী মারা গেছেন। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারে অভাব অনটন নেমে আসে।

স্বামীর শোকে হঠাৎ একদিন আমার স্ট্রোক হয়। আমার শরীরের একটি অংশ প্যারালাইসিস হয়ে যায়। ফলে আমি ঘরের ভিতর বন্দি হয়ে পড়ি। প্যারালাইসিস হওয়ার পর আমি আমার বড় মেয়ের কাছে থাকি। অর্থের অভাবে তার পক্ষে হুইল চেয়ার কেনা সম্ভব হয় না। এজন্য সব সময়ই আমাকে ঘরের বিছানায়ই শুয়ে থাকতে হতো। এরই মধ্যে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতা পাই আমি। আবার ঘরের বাইরে বের হতে পারি।

এজন্য পিকেএসএফ এর পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডির কাছেও কৃতজ্ঞ আমি। কারণ ডিএফইডি মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নে প্রবীণদের জন্য জীবনমান কর্মসূচি শুরু করে। এটা ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা।

ফালানি বিবি হুইল চেয়ারে বসে আছেন

আমি প্রবীণ সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হই। তারা আমার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে। আমি হুইল চেয়ার পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে মনোনিত হই।

প্রবীণ গ্রাম কমিটির সভায় সদস্যরা আমার নাম প্রস্তাব করেন। হুইল চেয়ার পাওয়ার তালিকায় আমার নাম ওঠে। পরবর্তীতে গ্রাম কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও ইউপি সদস্যরা যাচাই-বাছাই করে। হুইল চেয়ার পাওয়ার জন্য তারা আমার নাম চূড়ান্ত করেন। গত জুন মাসে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি হুইল চেয়ারটি পাই। মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ডিএফইডির জনাব আসাদুজ্জামান চীফ

ফালানি বিবি হুইল চেয়ারে বসে ঘরের বাইরে ঘুরতে বের হয়েছেন

এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) মহোদয়ের নিকট থেকে হুইল চেয়ারটি গ্রহণ করি।

ফালানি বিবি বলেন 'হুইল চেয়ার পাওয়ার পর আমি যেন নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি। ঘরের বন্দি দশা থেকে মুক্তি ঘটেছে আমার। আমি এখন বাইরের আলো-বাতাসের স্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি। মানসিক দিক দিয়েও তাই আগের চেয়ে ভালো আছি।'

ফালানি বিবি আরো বলেন 'একজন মানুষ সারাদিন শুয়ে বসে থাকতে পারে না। তাছাড়া লোকজন আমার কাছে আসতো না, কথা বলার মানুষ পেতাম না। এর কী যে কষ্ট তা বলে কয়ে বোঝানোর মতো নয়। এখন আমি এ বাড়ি ও বাড়ি যেতে পারি। মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ ঘটেছে আমার। তাই হুইল চেয়ার দিয়ে সহায়তা করার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর প্রতি এ কৃতজ্ঞতা আজীবন থাকবে।'

মো: মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসুচি, ডিএফইডি, মনোহরদী, নরসিংদী

আমাদের সংলাপ

মোছাঃ পলি আক্তার
স্বামীর নাম - মোঃ শাহজাহান
সদস্য নং - ০৩
দলের নাম - কদম
গ্রাম - কান্দিকুল, ধামরাই

প্রশ্নঃ আমি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে চাই, সেক্ষেত্রে ডিএফইডি আমাকে কীভাবে সহায়তা প্রদান করবে?

উত্তরঃ ডাম ফাউন্ডেশন (ডিএফইডি) মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম থেকে আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন–

১. আর্থিক সহায়তা
২. কারিগরি সহায়তা
৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা
৪. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. বাজারজাতকরণে সহায়তা

১. আর্থিক সহায়তাঃ আপনি যদি গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে ডিএফইডি আপনাকে সহায়তা করবে। এজন্য সহজ শর্তে ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিতে শান্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন করবে। এক্ষেত্রে আপনি বিনিয়োগ গ্রহণ করে মূলধন বাড়াতে পারেন। পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

২. কারিগরি সহায়তাঃ গরুর খাবার প্রস্তুত করার বিষয়ে এবং খড়কাটার মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বিষয়েও তথ্য প্রদান করবে। পাশাপাশি গরুর থাকার ঘর সঠিকভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে।

৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তাঃ একটি প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে সফল ব্যবস্থাপনার ওপর। ডিএফইডি আপনাকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ দেবে। প্রকল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবে।

৪. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাঃ ডিএফইডি আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও সহায়তা করবে। এজন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিবে। এসব প্রশিক্ষণ আপনার কাজের মানবৃদ্ধি করবে।

৫. বাজারজাতকরণে সহায়তাঃ ডিএফইডি আপনার গরুর ভালো দাম পাওয়ার জন্য উপযুক্ত বাজারের সন্ধান দিবে। এতে আপনি বাজারজাতকরণে সহায়তা পাবেন।

উত্তরদাতাঃ
মোঃ রাকিবুল ইসলাম, শাখা হিসাবরক্ষক, ডিএফইডি, ধামরাই শাখা।

আমাদের দেশে

এশিয়ার দীর্ঘতম বটগাছ

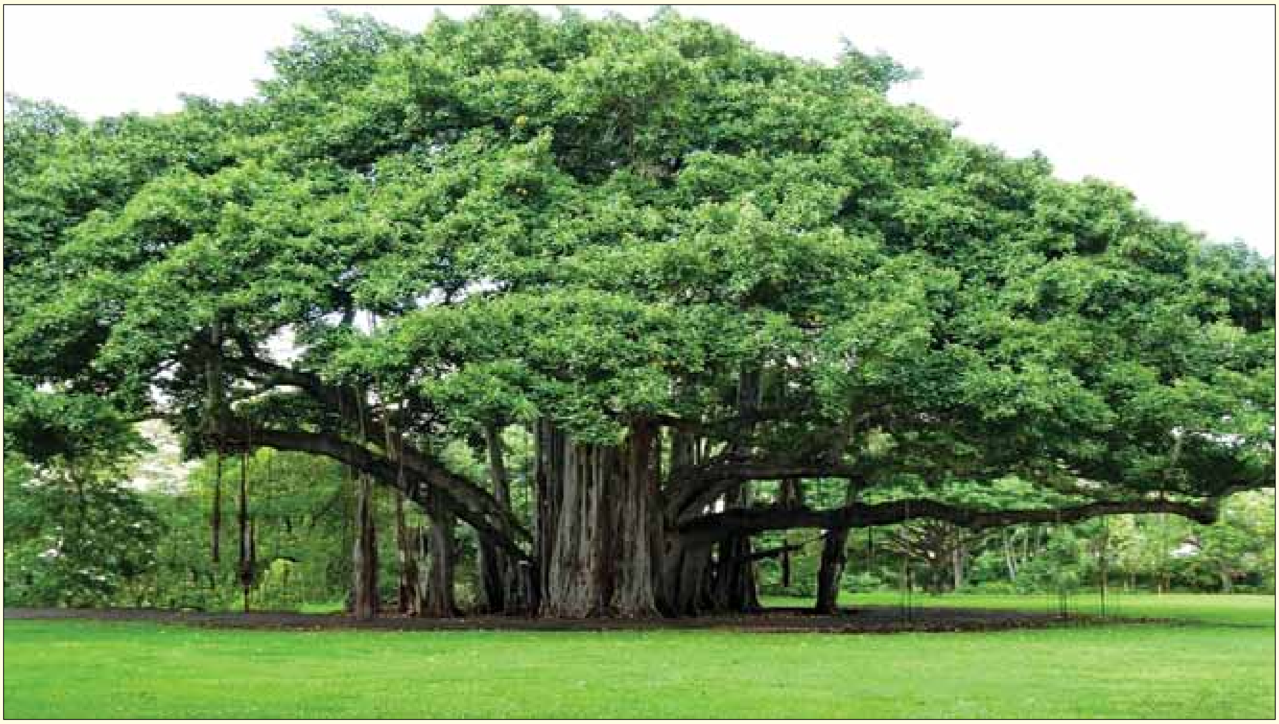

সুইতলা-মল্লিকপুকুরের বটগাছ

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা হতে ১০ কিলোমিটার পুর্বে মালিয়াট ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের একটি মৌজার নাম হলো বেথুলি। এখানে আছে এশিয়ার বৃহত্তম প্রাচীন বটগাছ। বটগাছটি বর্তমানে ১১ একর জমি জুড়ে বিদ্যমান। এই বুড়ো বটগাছটি ২০০ বছরেরও বেশি পুরানো। এলাকার লোকেরা এটিকে সুইতলা-মল্লিকপুরের বটগাছ নামেই চেনে ও জানে।

জনবিরল রাস্তার ধারে ডাল-পাতায় পরিপূর্ণ গাছটি পথিকের বিশ্রামের একটি জায়গা। এর সৌন্দর্য, পাখির কল-কাকলি মুখরিত শীতল পরিবেশ পথিকের হৃদয়কে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত করে।

বটগাছটি একের পর এক ঝুরি নামিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। এ স্থানটির মালিক ছিলেন রায় গ্রামের জোতদার নগেন সেনের স্ত্রী শৈলবালা সেন। পরবর্তীতে এটি খাস

পরিচিতিমূলক নামফলক

বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বটগাছটি

হয়ে যায়। পূর্বে তিথি-ক্ষণ অনুযায়ী এখানে পাঠা বলি হতো। এ গাছের নিচে একটি স্থায়ী কালীপূজার আসন স্থাপিত আছে। এখনও মানুষজন সেখানে মানত করে। বিশ্বব্যাপী গাছটির পরিচিতি ঘটে ১৯৮২ সালে বিবিসি'র সংবাদ ভাষ্যের মাধ্যমে।

বটগাছের একটি অংশ

গাছটি এ এলাকার আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। বহু দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে আসেন। তবে বটগাছটির কোনো পরিচর্যা নেই। অযত্ন, অবহেলা ও অত্যাচারে বিলীন হতে চলেছে গাছটি। প্রতিনিয়ত কাটা হচ্ছে এর ডালপালা। রক্ষণাবেক্ষণের নামে এই বটগাছের চারিপাশে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। দেখে মনে হয় খাচায় বন্দি বটগাছ। শ্রী বৃদ্ধির নামে যততত্র গাছ লাগানো হয়েছে। এজন্য বটগাছের বিশালতা আর বোঝা যায় না।

বট গাছটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পর্যটকদের সুবিধার্থে এখানে ১৯৯০ সালে সরকারি অনুদানে নির্মিত হয়েছে একটি রেষ্ট হাউজ। এই ঐতিহ্যকে গুরুত্ব সহকারে কাজে লাগালে এ অঞ্চল হতে পারে পর্যটন কেন্দ্র।

মো: শামিমুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফএডি, ঝিনাইদহ এরিয়া, ঝিনাইদহ

আজব খবর

গল্প নয়, সত্যি

মৃত্যুর মুখ থেকে মালিককে বাঁচিয়ে আনল এক কুকুর। ঘাড় ভেঙে বরফের তলায় পড়েছিল তার মালিক। শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ বাঁচিয়ে আর একা বাড়ি ফেরা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। আশপাশে কোনো লোকজনও ছিল না। কে সাহায্য করবে তাকে? ঠিক সেই সময়ই তার জান বাঁচাতে এগিয়ে আসে, তারই পোষা কুকুর কেলসি। এক আধ ঘণ্টা নয়, টানা ২৪টা ঘণ্টা বরফের মধ্যে পরে ছিলেন তিনি! আর এতোটা সময় মালিকের শরীরের উপর শুয়ে কাটিয়ে দেয় কেলসি।

চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তাপমাত্রা ছিল শূণ্য ডিগ্রিরও কয়েক ধাপ নিচে। তবুও মালিককে ওই বিপদের মুখে ছেড়ে যায়নি কুকুরটি। নিজের শরীরের উষ্ণতা দিয়ে মালিককে গরম রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ১ জানুয়ারি আমেরিকার মিশিগান প্রদেশের পেটোস্কি শহরে। পেটোস্কি শহরেরই বাসিন্দা বব। চৌষট্টি বছর বয়স তার। প্রতিদিনের মতো জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে বের হয়েছিলেন তিনি। তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। কিছু দূর যাওয়ার পর ঘটে দুর্ঘটনা। পা পিছলে পড়ে যান তিনি। চেষ্টা করেন হাঁটবার। কিন্তু, ঘাড় ভেঙে শরীর অসাড় হয়ে যায় তার। নড়ার ক্ষমতাটাও ছিল না। অবস্থা বেগতিক দেখে চিৎকার করতে শুরু করেন বব। কিন্তু, কেউ এগিয়ে আসে না। আসবেই বা কী করে? ববের নিকটতম প্রতিবেশীই থাকেন, আরো আধা মাইল দূরে।

কিন্তু মালিকের চিৎকার ঠিকই শুনতে পায়

কেলসি। আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসে সে। কী করবে বুঝতে না পেরে বরফের স্তুপে আটকে পড়া মালিকের শরীরের উপর শুয়ে পড়ে। সারা রাত কাটে এভাবেই। পাশাপাশি মালিকের শরীর জিভ দিয়ে চাটতে থাকে। এভাবে কেটে যায় উনিশটি ঘণ্টা। এরপর জ্ঞান হারায় বব। কেলসিও অবিরাম ডেকে যায়। পরে কেলসির ডাক শুনতে পান রিক নামে এক প্রতিবেশী। তিনিই ববকে উদ্ধার করেন। খবর যায় ববের মেয়ে জেনির কাছে। এরপর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অপারেশন হয় ববের। ডাক্তাররা পরে বলেন, “ববের বেঁচে থাকার কথাই ছিল না। কেলসি শরীরের তাপ দিয়ে না রাখলে, অনেক আগে মৃত্যু হয়ে যেত ববের।”

সূত্র ও ছবি: এমটি নিউজ ২৪/এসএস

মাংসের পুলি পিঠা তৈরি

চাকরিমুখী না হয়ে উদ্যোক্তা হতে এগিয়ে আসছেন আজকের নারীরা। আর উদ্যোক্তা হতে হলে পণ্যের প্রচার ও প্রসারের বিকল্প নাই। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য মেলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর মেলায় এসে কিছু না খেলে ভালোও লাগে না। মেলার স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেও অনেক সময় লাগে। তখন খিদে লেগে যায়। এই সুযোগটাই আপনি কাজে লাগাতে পারেন। মেলায় আপনিও স্টল নিতে পারেন। সেখানে আপনি বিক্রি করতে পারেন পিঠা পুলিসহ নানা রকম খাবার। আসুন, এজন্য শিখে নিন মজার একটি পিঠা তৈরির রেসিপি।

এজন্য যা যা লাগবে

পিঠার জন্য: ময়দা– দুই কাপ, লবণ– এক চিমটি, পানি– পরিমাণমতো।

ভিতরের পুরের জন্য: মুরগির মাংস– তিনশো গ্রাম কুচি করা, তেল– তিন টেবিল চামচ, পেয়াজ কুচি– বড়ো একটি। আরও লাগবে, রসুন বাটা– এক চা চামচ, আদা বাটা– এক চা চামচ, জিরা বাটা– হাফ চা চামচ, লবণ– স্বাদমতো, হলুদ গুঁড়া– হাফ চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়া– হাফ চা চামচ ও ধনেপাতা কুচি– তিন চা চামচ।

তৈরির নিয়ম

প্রথমে একটা পাত্রে তেল দিন। এবার এতে পেয়াজ, রসুন, আদা, জিরা, লবণ, হলুদ, গরম মসলা দিয়ে কসিয়ে নিন। খানিকক্ষণ কসানো হলে মুরগীর মাংস দিয়ে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। পানি শুকিয়ে এলে ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার পানি গরম করে তার মধ্যে লবণ দিন। পানি ফুটে উঠলে ময়দা দিয়ে খামির তৈরি করে নিন। এরপর ভালো করে ময়দা ময়ান দিয়ে ছোট ছোট বলের মতো তৈরি করে নিন। এবার একটা বল নিয়ে মাঝারি সাইজের একটা রুটি তৈরি করে নিন। এর মাঝখানে তিন চামচ পুর দিয়ে রুটিটির চারিপাশে একটা ছুরি দিয়ে কেটে নিন। তারপর চারপাশ থেকে একটা একটা করে কাটা অংশ উপরে তুলে পিঠা তৈরি করে নিন। সবশেষে একটা লবঙ্গ মাঝখানে চাপ দিয়ে বসিয়ে ভাপিয়ে নিন। হয়ে গেল মজাদার মাংসের পুলি পিঠা!

সুলতানা পারভিন, গৃহিণী, বেনাপোল, শার্শা

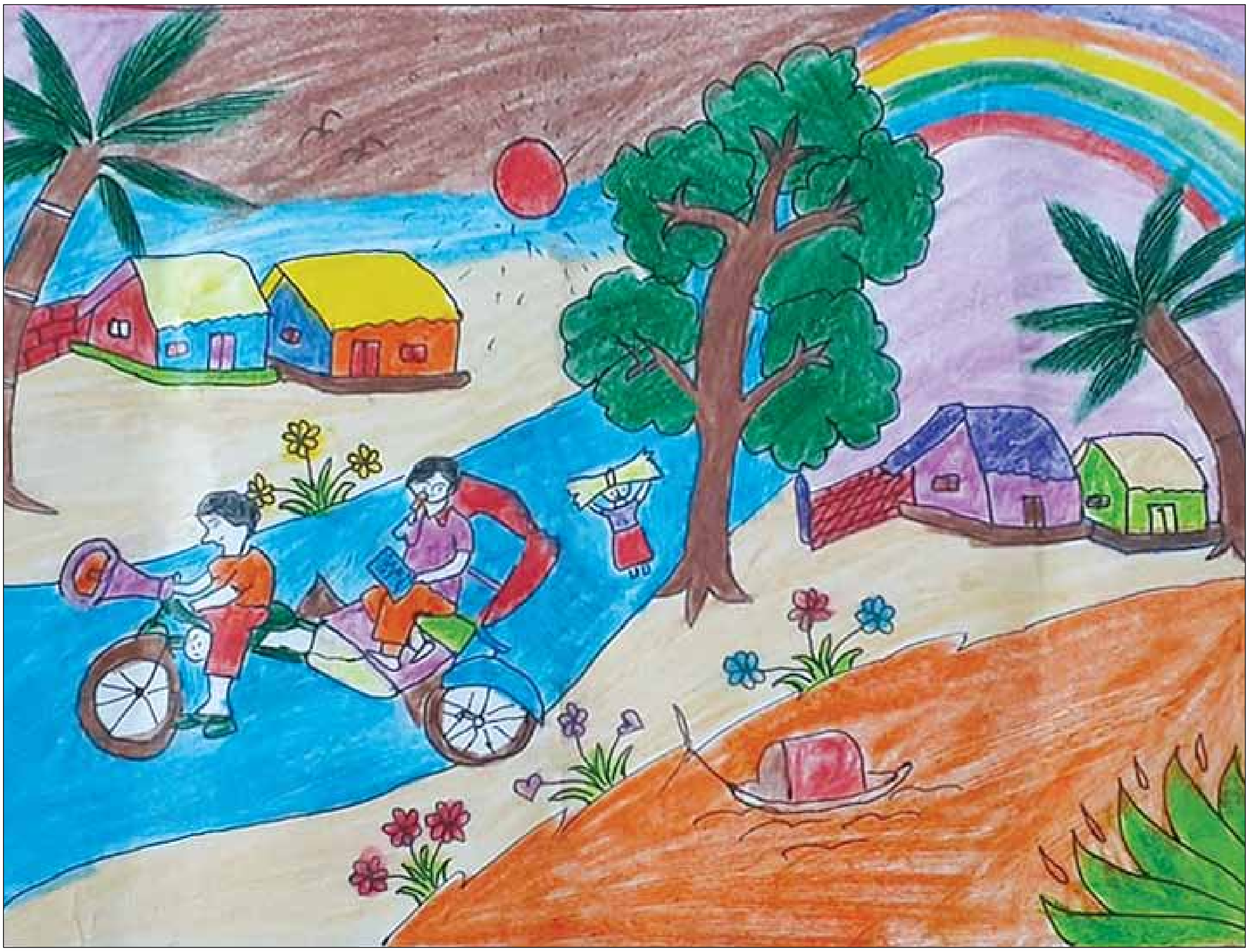

ছবিটি এঁকেছে: তানাহ আক্তার, দ্বিতীয় শ্রেণি, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র
মায়ের নাম - মাসুমা বেগম, দলের নাম - রজনীগন্ধা, ডিএফইডি, মনোহরদী শাখা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission